Department of Political Science
Md Jamirul Islam
CC-2
Semester – I

আদর্শস্থাপনকারী দৃষ্টিভঙ্গী হলো রাষ্ট্রবিজ্ঞান অনুশীলনের এমন একটি দৃষ্টিভঙ্গী যার সঙ্গে আদর্শ বা মূল্যবোধের প্রশ্নটি অঙ্গাঙ্গীভাবে যুক্ত। আদর্শ বা মূল্যবোধকে বাদ দিয়ে সমাজজীবনের কোনও ঘটনাই ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করা যায় না। ব্যক্তি-মানুষের সকল প্রকার চিন্তাভাবনা ও কার্যাবলীকে প্রভাবিত করে কোনো-না-কোনো মূল্যবোধ। সুতরাং সমাজজীবনের অবিচ্ছেদ্য অংশ হলো এই মূল্যবোধ। অ্যারিস্টটলের সময় থেকে শুরু করে সুদীর্ঘকাল ধরে রাষ্ট্রবিজ্ঞানের আলোচনাকে গভীরভাবে প্রভাবিত করেছে এই আদর্শ স্থাপনকারী দৃষ্টিভঙ্গী। সনাতন রাষ্ট্রবিজ্ঞানীদের আলোচনায় ন্যায়-অন্যায়, উচিত-অনুচিত ইত্যাদি বিষয়ে গুরুত্ব আরোপ করা হত। অর্থাৎ আদর্শ সমাজ ও রাষ্ট্রের প্রকৃতি কেমন হওয়া উচিত, শাসকের দায়িত্ব ও কর্তব্য কী হবে?— এই নির্দেশাত্মক পথেই রাষ্ট্র ও রাজনীতি পর্যালোচনা করা হত। রাষ্ট্রবিজ্ঞানের তাত্ত্বিক এলাকার ওপর এই দৃষ্টিভঙ্গীর প্রভাব অব্যাহত ছিল বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশক পর্যন্ত। এরপর অভিজ্ঞতাবাদী দৃষ্টিভঙ্গীর ব্যাপক প্রসারের ফলে আদর্শবাদী দৃষ্টিভঙ্গীর প্রাসঙ্গিকতা অনেকাংশে হ্রাস পায়। তবে ঐ শতাব্দীরই ষাটের দশক থেকে পুনরায় রাষ্ট্রবিজ্ঞান পর্যালোচনায় মূল্যবোধের গুরুত্ব পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয়।

লিও স্ট্রাউসের (Leo Strauss) মতে, যে-কোনো রাজনৈতিক তত্ত্ব আলোচনার ক্ষেত্রে তথ্যভিত্তিক অভিজ্ঞতাবাদী বিশ্লেষণ ছাড়াও রাজনৈতিক ঘটনা, পদ্ধতি বা ব্যবস্থাগুলির নৈতিক বিচার থাকে। মূল্যবোধ মুক্ত হয়ে রাজনীতি পর্যালোচনা সম্ভব নয়। ব্যক্তি তার নিজস্ব মূল্যবোধের ভিত্তিতেই রাজনৈতিক পর্যালোচনার বিষয় নির্বাচন করে এবং সেগুলির বিচার-বিশ্লেষণ ও মূল্যায়ন করে।

আদর্শ স্থাপনকারী বা মূল্যবোধযুক্ত দৃষ্টিভঙ্গী রাষ্ট্র বিজ্ঞান পর্যালোচনার সনাতন দৃষ্টিভঙ্গীগুলির মধ্যে সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ। এই দৃষ্টিভঙ্গীর মূল লক্ষ্য হলো একটি আদর্শস্থাপন অথবা প্রচলিত আদর্শের পরিবর্তন। এই দৃষ্টিভঙ্গীর সমর্থকগণ মনে করেন যে, রাজনৈতিক দর্শন ও নৈতিকতার মধ্যে কোনও পার্থক্য নেই। রাজনৈতিক সমস্যা বিশ্লেষণের মূল উদ্দেশ্য হলো সুনির্দিষ্ট কোনো আদর্শ প্রতিষ্ঠা ও প্রচার করা। এই দৃষ্টিভঙ্গীর প্রবক্তাগণ একটি মহৎ নীতিমানবিশিষ্ট ধারণা গড়ে তুলে ও প্রচার করে মানুষকে অনুপ্রাণিত করতে চেয়েছেন যার মাধ্যমে একটি আদর্শ সমাজ ও রাষ্ট্রব্যবস্থা গড়ে উঠবে।

সুতরাং এই দৃষ্টিভঙ্গীর লক্ষ্য শুধু আলোচনার মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়, সুনির্দিষ্ট আদর্শ স্থাপন ও মুল্যবোধে মানুষকে দীক্ষিত করার মাধ্যমে কাম্য সমাজ ও রাষ্ট্রব্যবস্থার সন্ধান করা। এই আদর্শ স্থাপনকারী দৃষ্টিভঙ্গীর প্রবক্তাগণের মতে, রাষ্ট্রবিজ্ঞানের আলোচনা কখনই মূল্যমান নিরপেক্ষ হতে পারে না।

আদর্শ স্থাপনকারী দৃষ্টিভঙ্গীর মুখ্য প্রণেতা হিসেবে প্লেটো, অ্যারিস্টটল, সেন্ট টমাস অ্যাকুইনাস, বোঁদা, হবসু, লক, রুশো, কান্ট, ফিকুটে, হেগেল, গ্রীন, লিও টলস্টয়, বাট্রান্ড রাসেল, মহাস্থা গান্ধী প্রমুখের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ

কেন্দ্রীয় ধারণা (Central Idea) : আদর্শস্থাপনকারী বা নীতিমানবাচক দৃষ্টিভঙ্গীর কেন্দ্রীয় ধারণা

১) যে-কোনো রাজনৈতিক তত্ব বা দর্শন কোনো-না-কোনো আদর্শ বা মূল্যবোধকে ভিত্তি করে গড়ে ওঠে। কারণ, আদর্শ ও মূল্যবোধ ছাড়া যে-কোনো রাজনৈতিক তত্বই হলো অন্তঃসারশূন্য।

২) সমাজের একজন সদস্য হিসেবে কোনো রাষ্ট্রদার্শনিকই মূল্যনিরপেক্ষভাবে রাষ্ট্রনীতি পর্যালোচনা করতে পারেন না। তাঁরা প্রত্যেকেই কোনো-না-কোনো আদর্শের দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়েই তত্ব রচনা করেছেন।

৩) আজ পর্যন্ত যত রাজনৈতিক তত্ব আলোচিত হয়েছে তা কোনো-না-কোনো আদর্শের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছে। কোথাও সেই আদর্শ সুস্পষ্টভাবে, আবার কোথাও তা প্রভাবে প্রতিফলিত হয়েছে। সুতরাং আদর্শ বা মূল্যবোধ ছাড়া রাজনৈতিক তত্ব গড়ে উঠতে পারে না।

৪) এই দৃষ্টিভঙ্গীর সমর্থকগণ মনে করেন, মানুষের চিরন্তন বৈশিষ্ট্য হলো যে, সে সর্বদাই একটি সুন্দর সমাজ ও রাষ্ট্র ব্যবস্থার স্বপ্ন দেখে। ভালো-মন্দের বিচার সব মানুষকেই প্রভাবিত করে। সমাজের সদস্য হিসেবে প্রত্যেক রাষ্ট্রদার্শনিক যে আদর্শ-রাষ্ট্রের স্বপ্ন দেখেছেন, নিজেদের তত্বের মাধ্যমেই তাকে প্রতিফলিত করেছেন। সেই কারণে প্রত্যেক রাষ্ট্রদার্শনিকের আলোচনা ও বিশ্লেষণে কোনো-না-কোনো নির্দিষ্ট মূল্যবোধের প্রভাব-প্রতিক্রিয়া পরিলক্ষিত হয়। যেমন প্লেটো তাঁর আদর্শ রাষ্ট্রের মধ্যে ন্যায় বিচারের সন্ধান করেছিলেন, অ্যারিস্টটল

জানতে চেষ্টা করেছিলেন কোটি সরকারের শ্রেষ্ঠ রূপ; আবার মিল্ কিংবা হবহাউস ব্যক্তি স্বাধীনতা ও গণতন্ত্রের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করতে চেয়েছিলেন।

পদ্ধতিগত বৈশিষ্ট্য (Methodology of Normative Approaches) : এই দৃষ্টিভঙ্গীর পদ্ধতিগত

বৈশিষ্ট্যগুলিকে নিম্নলিখিতভাবে চিহ্নিত করা যেতে পারে

[i] আদর্শবাদী দৃষ্টিকোণ প্রকৃতিগতভাবে বর্ণনামূলক। কারণ, ঘটনা ও চিন্তাধারা বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে এখানে বর্ণনামূলক পদ্ধতি গ্রহণ করা হয়। এই দৃষ্টিভঙ্গীর সমর্থকগণ ব্যাপক তত্ব গঠন না ক'রে বর্ণনামূলক বিশ্লেষণের ওপরই গুরুত্ব আরোপ করেন।

[ii] এই দৃষ্টিভঙ্গী রাষ্ট্রবিজ্ঞান অনুশীলনের ক্ষেত্রে অবরোহমূলক (Deductive) পদ্ধতি গ্রহণ করে। অর্থাৎ পূর্বনির্ধারিত কোনো সিদ্ধান্তের পরিপ্রেক্ষিতে রাজনৈতিক জীবনের সর্বজনীন মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করা হয়। এখানে ঘটনার কার্যকারণ সম্পর্ক নির্ণয়ের ওপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়।

(iii) এই দৃষ্টিভঙ্গী রাজনৈতিক বিষয়ে গবেষণা ও আলোচনার জন্য সংশ্লিষ্ট বিষয়ে তথ্যসংগ্রহ এবং সাক্ষ্য প্রমাণের ওপর নির্ভর করে না। এর পরিবর্তে কল্পনা ও অনুমানের ওপর গুরুত্ব আরোপ করে। অর্থাৎ এখানে আলোচনা ও বিশ্লেষণ বাস্তব উপাদান ভিত্তিক না হয়ে অনেকাংশে অনুমানভিত্তিক হয়।

[iv] এই দৃষ্টিভঙ্গীতে উচিত-অনুচিত এবং ভালো-মন্দের ধারণা গুরুত্ব অর্জন করে। এই কারণে একে মূল্যবোধযুক্ত তত্ত্বও বলা হয়। ঘটনা নয়, ঘটনার অন্তর্নিহিত মূল্যবোধের সন্ধান করাই এই দৃষ্টিভঙ্গীর অন্যতম বৈশিষ্ট্য।